মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের আহ্বায়ক চাদু গ্রেফতার

মুজিবনগরে চাঁদাবাজি মামলায় জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি দারিয়াপুর পশ্চিমপাড়ার মৃত কুদরত ই খুদা এর ছেলে কামরুল হাসান চান্দুকে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

সোমবার দিবাগত রাত্রে গোপালপুর গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে খোরশেদ আলমের দায়ের করা চাঁদাবাজি মামলায় তার বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। মঙ্গলবার সকালে তাকে মেহেরপুর কোর্টে প্রেরণ করা হয়েছে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি মিজানুর রহমান জানান, ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসের একটি চাঁদাবাজি মামলায় তাকে গ্রেফতার করে করে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ১৩ গ্রাম হেরোইনসহ গ্রেফতার ১

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) বিশেষ অভিযানে ১৩ গ্রাম অবৈধ মাদকদ্রব্য হেরোইনসহ মোঃ জিয়াউর মন্ডল ওরফে জিয়া (৪৫) নামে এক ব্যক্তি গ্রেফতার হয়েছেন।

গ্রেফতারকৃত জিয়াউর মন্ডল (৪৫) পিরোজপুর পশ্চিম পাড়ার বাসিন্দা এবং মোঃ আজির আলী মন্ডল ওরফে আজের আলীর ছেলে। তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অভিযানকালে মেহেরপুর সদর থানার পিরোজপুর পশ্চিম পাড়া (হটাৎ পাড়া) এলাকায় জিয়াউর মন্ডলের বসতবাড়ির দক্ষিণ পাশের একটি টিনশেড ঘর থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

জেলা পুলিশ সুপার জনাব মাকসুদা আকতার খানমের নির্দেশনায় এবং জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মাদকের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গাংনীতে গাঁজাসহ যুবক ও পরোয়ানাভুক্ত আসামিসহ গ্রেফতার-২

এক কেজি ভারতীয় গাঁজাসহ মো: লিখন মিয়া (২৫) নামের এক যুবক ও অপর একটি অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত পলাতক আসামি আব্দুর রাজ্জাক
(৩০) কে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গাঁজাসহ আটক লিখন মিয়া গাংনী উপজেলার খাঁসমহল গ্রামের মৃক সাঈদ হোসেনের ছেলে। এছাড়া আদালতের পরোয়ানাভূক্ত পলাতক আসামি আব্দুর রাজ্জাক একই উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের আবুল কালামের ছেলে।

মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত থানা পুলিশের পৃথক দুটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করেন। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি বানী ইসরাইল জানান, উপজেলার নওপাড়া নবীনপুর গ্রামের নওপাড়া- তেঁতুলবাড়িয়া রাস্তার পাশে একটি নির্মানাধীন পাকা বাড়ির সামনে থেকে লিখন মিয়াকে আটক করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে এক কেজি গাঁজা ও একটি পাখি ভ্যান জব্দ করা হয়।
গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ধারা ৩৬
(১) সারণির ১৯ (ক)/৩৮ ধারায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। গাংনী থানার মামলা নং ৫।

অপরদিকে বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতীয় আদালতের সিআর

মামলা ৭৫২/২৪ এর পলাতক আসামি আব্দুর রাজ্জাককে তাররবাড়িতে অভযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের আজ মঙ্গলবার বিকালে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আওয়ামীলীগের লিফলেট বিতরণ; ৬ জন গ্রেফতার

আওয়ামীলীগের হরতাল ও অবরোধের লিফলেট বিতরণের অপরাধে আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগের ৪ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। অপরদিকে পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে মাদক ও নারী নির্যাতন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত দুই আসামি গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার নওপাড়া গ্রামের আক্তার আলীর ছেলে মোঃ হাফিজুর রহমান (৪৩), ধলা গ্রামের মৃত কলিম উদ্দীনের ছেলে মোঃ আকবর আলী (৩২), মাইলমারী গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে মোঃ মাসুদুর রহমান খোকন (৪০) ও সহড়াতলা গ্রামের সেন্টু মিয়ার ছেলে মো: বেল্টু মিয়া ।

অপরদিকে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত দুই আসামি গাংনী উপজেলা নওপাড়া গ্রামের দক্ষিণপাড়া এলাকার মোফাজ্জল হোসেনের ছেলে মো: হুমায়ূন আহমেদ ও গাংনী উপজেলা শহরের মৃত রবিউল ইসলামের ছেলে হজরত আলী (২৭)। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গত ৩১ জানুয়ারী সন্ত্রাসী বিরোধী আইনে গ্রেফতার চার আসামিরা আওয়ামীলীগের লিফলেট বিতরণ করেছে। গতকাল সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে হাফিজুর রহমান, আকবর আলী ও মাসুদুর রহমানের নামে গাংনী থানার এফআইআর নং-১১, তারিখ- ১৯/০৮/২০২৪, ধারা- ২০০৯ সাল (সংশোধনী/ ২০১২) এর সন্ত্রাস বিরোধী আইন এর ৬/২১/৭/৫)/৭(৬)(কে) ৭(৬) /১০/১১/১২/১৩। এছাড়া মোঃ বেল্টুর নামে গাংনি থানার এফআইআর নং-৪, তারিখ- ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫;

ধারা- ৯(১) ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধনী ২০০৩; তৎসহ ৩৭৯ প্যানাল কোর্ড, ১৮৬০; অপেরিদেক থানা পুলিশ অপর দুটি অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি গাংনী উপজেলার নওদাপাড়া গ্রামের দর্গাপাড়া এলাকার মোফাজ্জল হোসেনের ছেলে মোঃ হুমায়ন (২৯) ও মাদকনিয়ন্ত্রণ আইনের মামলার আসামি গাংনী উপজেলা শহরের মৃত রবিউল ইসলামের ছেলে হজরত আলী (২৭)কে গ্রেফতরা করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত হুমায়নের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানার, এফআইআর নং- ২৫/২৩২, তারিখ- ১৫ আগস্ট, ২০২১; ধারা- ৩৬(১) সারণির ১৯(ক)/৪১ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮; জিআর-২৩২/২১ ও মোঃ হযরত আলীর বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গার বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২য় আদালতের সিআর নং-৮৯৯, ধারা- ৩ যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮; সিআর নং- ৮৯৯/২৪ মামলা রয়েছে। উল্লেখ্য, গত ৩১ জানুয়ারি বিকালে গাংনী উপজেলার মাইলমারী, ধলাসহ কয়েকটি স্থানে ওই চার ব্যক্তিসহ ৬ জন লিফলেট বিতরণ করে এলাকায় আতংক তৈরী করেছে।

গ্রেফতারকৃতদের গতকাল সোমবার বিকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদকে কারাগারে নেওয়ার সময় ডিম নিক্ষেপ

সন্ত্রাস দমন আইন মামলায় সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন দোদুল ও তাঁর ছোট ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুলের তিন দিন করে এবং ও অপর একটি মামলায় ভগ্নিপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের দুই দিন রিমাণ্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

সোমবার সকাল ১১ টা থেকে শুরু হয়ে ঘন্টাব্যাপী শুনানী শেষে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের বিচারক

শারমিন নাহার এ আদেশ দেন। এদিকে, দুপুর ২ টার দিকে আদালত থেকে কারাগারে নেওয়ার বিক্ষুব্ধ জনতা, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মী ও বিএনপির কর্মীরা বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং সাবেক মন্ত্রীকে লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপ করেন।
মামলায় সরকারি পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, কামরুল হাসান, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক মানষ রঞ্জন ঘোষম সদর থানার ওসি জাহাঙ্গীর সেলিম এবং আসামি পক্ষে শফিকুল আলম, ইব্রাহিম শাহীন, কাজী শহিদুল হক আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

এদিকে, সাবেক মন্ত্রী, তাঁর ভাই ও ভগ্নিপতিকে আদালতে হাজির করার খবর পেয়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারী আদালত চত্বর ঘিরে রেখেছে। আদালত্ব চত্বরে অতিরিক্ত পুলিশ, র্যাব ও সেনাবাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ওপর হামলায় একটি মামলার আসামি হিসেবে তিন জনের ৫ দিন করে রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সেলিম জাহাঙ্গীর।

আদালতে রিমান্ড শুনানির সময় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী পাবিলক প্রসিকিউটর (পিপি) আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, অ্যাড. কামরুল হসান, মারুফ আহম্মেদ বিজন এবং মোখলেছুর রহমান স্বপন উপস্থিত ছিলেন। একইসাথে আসামি পক্ষের আইনজীবী হিসেবে রিমান্ড না দেওয়ার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন অ্যাড. খন্দকার আব্দুল মতিন, একেএম শফিকুল আলম, ইব্রাহিম শাহীন।

এদিকে রিমান্ড শুনানিকালে আদালত প্রাঙ্গেণে বিক্ষোভ করেন বৈষ্যম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও বিএনপি নেতাকর্মীরা। আসামিদের বিভিন্ন অপকর্ম তুলে ধরে দৃষ্টান্তমূলক সাজা দাবি করেন তারা।

গত ৫ আগষ্ট মেহেরপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ওপর হামলার ঘটনায় সদর উপজেলার দরবেশপুর গ্রামের রাশেদুল ইসলাম সন্ত্রাস বিরোধী আইনে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন। ওই মামলার প্রধান আসামি হিসেবে শ্যোন অ্যারেস্ট দেখিয়ে ২৯ জানুয়ারি রাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মেহেরপুর নিয়ে আসা হয় ফরহাদ হোসেনকে। ১৪ সেপ্টম্বর রাতে রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে হত্যা মামলায় তাকে আটক করেছিল র্যাব। তার নামে রাজধানী ঢাকাতে বেশ কয়েকটি হত্যা মামলা রয়েছে। এছাড়াও মেহেরপুরে রয়েছে আরও কয়েকটি মামলা।

এর আগে গত ৩০ জানুয়ারি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উপর হামলার দুটি মামলায় তাঁকে জেল গেটে শোন এ্যারেস্ট দেখানো হয়েছে এবং একটি মামলায় রিমাণ্ডের আবেদন জানালে বিজ্ঞ বিচারক জেল গেটে দুই দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেছিলেন। ২ দিনের রিমান্ড শেষ ফের আদালতে তোলা হলে আদালত আবারও তিন দিনের রিমান্ড দেন।

ফরহাদ ও মৃদুলের তিন দিন, বাবলু বিশ্বাসের দুই দিনের রিমাণ্ড

সন্ত্রাস দমন আইন মামলায় সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন দোদুল ও তাঁর ছোট ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুলের তিন দিন করে এবং ও অপর একটি মামলায় ভগ্নিপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের দুই দিন রিমাণ্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

সোমবার সকাল ১১ টা থেকে শুরু হয়ে ঘন্টাব্যাপী শুনানী শেষে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের বিচারক শারমিন নাহার এ আদেশ দেন।



মামলায় সরকারি পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, কামরুল হাসান, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক মানষ রঞ্জন ঘোষম সদর থানার ওসি জাহাঙ্গীর সেলিম এবং আসামি পক্ষে শফিকুল আলম, ইব্রাহিম শাহীন, কাজী শহিদুল হক আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

এদিকে, সাবেক মন্ত্রী, তাঁর ভাই ও ভগ্নিপতিকে আদালতে হাজির করার খবর পেয়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারী আদালত চত্বর ঘিরে রেখেছে। আদালত্ব চত্বরে অতিরিক্ত পুলিশ, র্যাব ও সেনাবাহিনী মোতায়েন রয়েছে।



বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ওপর হামলায় একটি মামলার আসামি হিসেবে তিন জনের ৫ দিন করে রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সেলিম জাহাঙ্গীর।

আদালতে রিমান্ড শুনানির সময় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী পাবিলক প্রসিকিউটর (পিপি) আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, অ্যাড. কামরুল হসান, মারুফ আহম্মেদ বিজন এবং মোখলেছুর রহমান স্বপন উপস্থিত ছিলেন। একইসাথে আসামি পক্ষের আইনজীবী হিসেবে রিমান্ড না দেওয়ার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন অ্যাড. খন্দকার আব্দুল মতিন, একেএম শফিকুল আলম, ইব্রাহিম শাহীন।

এদিকে রিমান্ড শুনানিকালে আদালত প্রাঙ্গেণে বিক্ষোভ করেন বৈষ্যম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও বিএনপি নেতাকর্মীরা। আসামিদের বিভিন্ন অপকর্ম তুলে ধরে দৃষ্টান্তমূলক সাজা দাবি করেন তারা।

গত ৫ আগষ্ট মেহেরপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ওপর হামলার ঘটনায় সদর উপজেলার দরবেশপুর গ্রামের রাশেদুল ইসলাম সন্ত্রাস

বিরোধী আইনে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন। ওই মামলার প্রধান আসামি হিসেবে শ্যোন অ্যারেস্ট দেখিয়ে ২৯ জানুয়ারি রাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মেহেরপুর নিয়ে আসা হয় ফরহাদ হোসেনকে। ১৪ সেপ্টম্বর রাতে রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে হত্যা মামলায় তাকে আটক করেছিল র্যাব। তার নামে রাজধানী ঢাকাতে বেশ কয়েকটি হত্যা মামলা রয়েছে। এছাড়াও মেহেরপুরে রয়েছে আরও কয়েকটি মামলা।

এর আগে গত ৩০ জানুয়ারি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উপর হামলার দুটি মামলায় তাঁকে জেল গেটে শোন এ্যারেস্ট দেখানো হয়েছে এবং একটি মামলায় রিমাণ্ডের আবেদন জানালে বিজ্ঞ বিচারক জেল গেটে দুই দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেছিলেন। ২ দিনের রিমান্ড শেষ ফের আদালতে তোলা হলে আদালত আবারও তিন দিনের রিমান্ড দেই।

মেহেরপুরে তিনটি ইটভাটায় ৪ লাখ টাকা জরিমানা আদায়

পরিবেশের ছাড়পত্র না থাকা, ইটভাটায় জ্বালানি কাঠ ব্যবহার ও পোড়ানোসহ ইনভাটার লাইসেন্স না থাকায় মেহেরপুরে তিনটি ইটভাটার মালিককে ৪ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করেছে জেলা প্রশাসন পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালত।

আজ রবিবার (২ ফেব্রুয়ারি) বিকালের দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের যৌথ অভিযানে সদর উপজেলায় ৩টি ইট ভাটায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশসানের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলামের নেতৃত্বে যাদবপুর বুড়িপোতা সড়কের তিনটি ইটভাটাতে এই অভিযান চালানো হয়।

ইটভাটায় জ্বালানি কাঠ ব্যবহার ও পোড়ানোসহ ইনভাটার লাইসেন্স না থাকায় ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩ (সংশোধনী-২০১৯) লংঘন করায় গোলাম রহমান ইটভাটা, ছেলে শোয়েব

রহমান, আজিমুদ্দিনের ছেলে সাইদুল ইসলাম, নজরুল ইসলামের ছেলে লিজনের নিকট থেকে ৪ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় মেহেরপুর জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোঃ মোজাফফর খান প্রসিকিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

এসময় মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি ভ্রাম্যমান আদালতকে সহযোগিতা করেন ।

মেহেরপুরে নাশকতার অভিযোগে করা মামলায় ৫৪ জন আসামি বেকসুর খালাস

বিগত সরকারের আমলে পুলিশের দায়ের করা মিথ্যা মামলায় জামায়াতের ৫৪ জন নেতাকর্মীকে বেকসুর খালাস দিয়েছে আদালত।
আজ রবিবার (২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক নুর নবীর আদালতে আসামি পক্ষের আইনজীবি মামলার যৌক্তিতা তুলে ধরে তাদের বেখসুর খালাসের আবেদন করলে মামলার ৫৪ জন আসামিকে বেকসুর খালাস দেন বিজ্ঞ বিচারক।

মামলার বিবরণে জানা গেছে ২০১৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামে নাশকতার অভিযোগ এনে ১৯৭০ সালের স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট এর ১৫, ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক উপাদানবলি আইনের ৪/৫ ধারায় জামায়াতের ৫৪ জন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন পুলিশ।

মামলায় আসামি করা হয়েছিল জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মী সেলিম রেজা, নুরুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমির রবিউল ইসলাম, জামায়াত কর্মী রিয়াজুল ইসলাম, মোফাজ্জেল হোসেন, আহাদ আলী, আজগর আলী, নুরুল ইসলাম, আলহাজ্ব হোসেন আলী, হিমু, বিমল হোসেন, মতিয়ার রহমান, হালিম, হাবিবুর রহমান, হাফিজুল, সাবদার আলী, শাহজাহান,

হুমায়ূন কবীর, মোহাম্মদ আল-আমিন, মোহাম্মদ রাজন, সোহেল রানা, ইসমাইল হোসেন জমিদার, মোল্লা মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন, তোজাম্মেল হক, খান

জাহান আলী, শেখ সাঈদ আহমেদ, আবুল হাসান, জাফর আলী আইনুদ্দিন, মোঃ নজরুল ইসলাম, ইমরান হোসেন, মনিরুজ্জামান, আব্দুস সালাম, শামসুল আলম, মহসিন আলী, আব্দুস সামাদ, আমিরুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম, শাজাহান খান, আবু ইউসুফ মিরন, সামাদুল ইসলাম, আব্দুল জাব্বার মাস্টার, সাইফুল ইসলাম, কামাল শেখ, মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ, শাহাবুদ্দিন, আলামিন ওরফে বকুল, ইসরাইল, আব্দুল মতিন, ফারুক ওরফে আব্দুল বারী, সোহেল রানা ডলারকে আসামি করা হয়। দীর্ঘদিন পর রবিবার মামলার সকল আসামিকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়।

জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা তাজ উদ্দীন খান বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচার সরকারের আমলে জামায়াত ইসলামীর প্রায় ১ হাজার নেতাকর্মীদের নামে ৮৬টি মিথ্যা মামলা দায়ের করেছিল। মামলায় শত শত নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ ও রিমান্ডের নামে নির্যাতন করা হয়েছে। শুধু পুরুষকে নয় মামলায় আসামি করা হয়েছিল আমাদের সংগঠনের বোনদের। এসব মামলার মধ্যে ইতোমধ্যে ২৪ টি মামলায় জামায়াতের নেতাকর্মী বেকসুর খালাস পেয়েছেন।

এই মামলাটি ৮৬ টি মামলার মধ্যে ২৪ তম রায়। বাকী মিথ্যা মামলাগুলোও বিজ্ঞ আদালত বেকসুর খালাস পাবো বলে আশা করছি।

মেহেরপুরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের উপর হামলা মামলায় কাউন্সিলর গ্রেফতার

মেহেরপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগে সন্ত্রাস বিরোধী দমণ আইনে দায়ের করা মামলায়

মেহেরপুর পৌর সভার ৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজীবকে গ্রেফতার করেছে সদর থানা পুলিশ।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়ায় পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। নুরুল আশরাফ রাজীব শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার আশরাফুল ইসলামের ছেলে ও মেহেরপুর পৌরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ডের দুইবারের নির্বাচিত কাউন্সিলর।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ মেসবাহ উদ্দীন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, নুরুল ইসলাম রাজিব বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীর উপর হামলার অপরাধে দায়ের করা জিআর ২৬৩/২৫ নং মামলার এজাহার নামীয় ৩৮ নং আসামি। মেহেরপুর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক হাসনাত জামান বাদী হয়ে সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ও জেলা জজ আদালতের বিচারক মঞ্জুরুল ইমামের আদালতে মামলার আবেদন করলে। আদালত আবেদনটি আমলে নিয়ে সদর থানাকে এজাহার নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেন।

মামলায় সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনসহ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ৬৮ জনের নাম উল্লেখ করে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা হয়েছে। মামলায় অজ্ঞাত আসামি করা হয় ১০০ জনকে। মামলায় প্রধান আসামি করা হয় সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। এছাড়াও মামলার উল্লেখযোগ্য আসামিরা হলেন সাবেক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের স্ত্রী, যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি সৈয়দ মোনালিসা ইসলাম, মন্ত্রীর ভগ্নিপতি ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক ও মন্ত্রীর ছোট ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুল, সদর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মন্ত্রীর নিকট আত্মীয় মোমিনুল ইসলাম, ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুস সালাম বাঁধন, ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মাহফুজুর রহমান, উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম।

মামলার আরজিতে উল্লেখ করা হয়, ৪ আগস্ট মেহেরপুর পৌর শহরে একটি সমাবেশ করেন শিক্ষার্থীরা। সমাবেশ থেকে পরদিন ৫ আগস্ট মিছিল সমাবেশের ঘোষণা দেওয়া হয়। এ ঘটনার পর জেলা যুবলীগের যুগ্ম

আহ্বায়ক সরফরাজ হোসেনের নির্দেশে শহরের বিভিন্ন এলাকায় আন্দোলনে যোগ দেওয়া শিক্ষার্থীদের বাড়িতে গিয়ে লাঠিপেটা করেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।

পরদিন দুপুরে ছাত্র-জনতা এক দফা দাবি নিয়ে মাঠে নামলে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা তাঁদের ওপর হামলা করেন। এতে চারজন শিক্ষার্থীসহ কয়েকজন আহত হন। মামলায় সাবেক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, তার ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুল, ভগ্নিপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, মন্ত্রীর বোন শামীম আরা হিরাকে গ্রেফতার করেছে র্যাব ও পুলিশ।

এই মামলায় সম্প্রতি ফরহাদ হোসেনকে দুই দিনের রিমান্ড নিয়েছে। বর্তমানে তারা জেল হাজতে রয়েছে। এছাড়া মন্ত্রীর স্ত্রী সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম পলাতক রয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৩

২৬ গ্রাম হেরোইনসহ মোঃ সাজিবর রহমান ওরফে সাজু (৫০) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ। অপরদিকে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত মোঃ মামুন হোসেন ও মোঃ আকাশ খাঁন (২২) নামের দুই পলাতক আসামি গ্রেফতার করেছে।

হেরোইনসহ গ্রেফতার সজিবর রহমান সাজু মুজিবনগর উপজেলার গৌরিনগর গ্রামের মোঃ তবারক মন্ডলের ছেলে।

এছাড়া মোঃ মামুন হোসেন(৩৪) সদর উপজেলার কুতুবপুর গ্রামের মোঃ আশরাফ বিশ্বাসের ছেলে। তার নামে জিআর ৫/২১ নং মামলার আদালতের পরোয়ানাভুক্ত পলাতক আসামি ও মোঃ আকাশ খাঁন মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়ার মৃত ইকবাল খাঁনের ছেলে।

তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর আদালতে জিআর -২৪৩/২২, ও জিআর ৩৩৮/২২

মামলার আসামি। জেলা গোয়েন্দা শাখার ওসি গোপাল কুমার জানান, গতকাল শনিবার দুপুরের দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে মুজিবনগর উপজেলার পুরন্দরপুর গ্রামের ময়ামারী মাঠের মধ্যে একটি পেঁয়াজ ক্ষেতের পাশে অভিযান চালিয়ে ২৬ হেরোইন সহ আসামী মোঃ সাজিবর রহমানকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আদালতে নেওয়া হয়েছে।

জেলা গোয়েন্দা শাখার উপপরিদর্শক (এসআই) (নি:) মোঃ আবু বক্কার সিদ্দিক ও সঙ্গীয় ফোর্স অভিযানে অংশ নেন। অপরদিকে সদর থানার ওসি শেখ মেসবাহ উদ্দীন জানান, সদর থানা পুলিশের পৃথক টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মামুন ও আতকাশ খানের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

অভিযানে পুলিশ পরিদর্শক মোঃ জাহাঙ্গীর সেলিম, উপপরিদর্শক (এসআই) (নিঃ) মোঃ ফারুক হোসেন, এসআই (নিঃ) মোঃ মাহাতাব উদ্দিন, এএসআই(নিঃ) মোঃ শফিকুল ইসলাম, এএসআই(নিঃ) শহিদুল ইসলাম, এএসআই(নিঃ) মোঃ মাহবুব আলমসহ সঙ্গীয় ফোর্স অংশ নেন। গ্রেফতারকৃতদের গতকাল শনিবার বিকালে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।